দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 JUN 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

৫২

পরিদর্শক নিয়োগ, গোপন বহিষ্কার মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ

।। নূরুর রহমান ।।

পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিদর্শক নিয়োগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক এক নির্দেশ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ৬ই জুলাই থেকে অনুষ্ঠিতব্য এইচ এস সি পরীক্ষায় পরিদর্শক নিয়োগ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। কলেজ শিক্ষকরা এই সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কলেজ শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠন এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে।

শিক্ষা সচিব মোঃ ইরশাদুল হক স্বাক্ষরিত জেলা প্রশাসকদের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে নেং-শা ১০/বিবিধ ১৪-২২/৯৪/৮৪৬) পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শকদের নিজ কর্মস্থল (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) বাদে অন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। এতে একজন শিক্ষক তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শক হতে পারবে না। তাকে ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং মাদ্রাসা বোর্ডের পরিচালিত পাবলিক পরীক্ষাসমূহে কার্যকর হবে। চিঠিতে এই সিদ্ধান্ত 'বস্তুনিষ্ঠ' ও সম্পূর্ণ 'দুর্নীতিমুক্ত' পরীক্ষা পরিচালনার জন্য 'কঠোরভাবে'

শিক্ষক ঃ পৃঃ ২ কঃ ৫

শিক্ষক ঃ ক্ষুব্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি এবারের এইচএসসি থেকে কার্যকর হবে।

এই সিদ্ধান্তে কলেজ শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। তারা বলেছে ঃ এই সিদ্ধান্ত শিক্ষকদের জন্য অসম্মানজনক এবং বাস্তবসম্মত নয়। শিক্ষক সংগঠনগুলো এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লায় সভা করেছে।

নতুন সিদ্ধান্তে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ ছাড়া একটি কলেজের সকল শিক্ষককে অন্য কলেজে পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত বাস্তবসম্মত নয়। কারণ অপরিচিত স্থানে শিক্ষকরা স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। এ প্রসঙ্গে তারা চট্টগ্রাম, সিলেট ও কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে বাইরের পরিদর্শকদের ওপর হামলার উদাহরণ দেন। এছাড়া যাতায়াত, বাসস্থান ও রাত্রিযাপনের অসুবিধা রয়েছে। বিশেষ করে মহিলা শিক্ষকরা এই সমস্যার সম্মুখীন হবেন। অপরিচিত পরীক্ষার্থী ও স্থানের কারণে শিক্ষকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। এছাড়া পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য অধ্যক্ষ (পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে থাকেন। পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই কমিটি প্রশ্ন ওঠানো, উত্তরপত্র সংগ্রহ ও বিলি বন্টনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করে থাকে। এসব কাজের সঙ্গে দায়িত্বের পাশাপাশি নিজ প্রতিষ্ঠানের সুনামের প্রশ্নটিও জড়িত থাকে। অপরিচিত শিক্ষকদের নিয়ে এরকম একটি 'টিম ওয়ার্ক' করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়বে। পরিদর্শকরা অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হওয়ায় তাদের ওপর কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (অধ্যক্ষ) কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। ফলে বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে।

শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেছেন, যে শিক্ষক নিজ ছাত্রের পরীক্ষা নিতে অক্ষম, তিনি কিভাবে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রের পরীক্ষা নেবেন? শিক্ষকরা জানিয়েছেন, বছর দু'য়েক আগে একই ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবসম্মত না হওয়ায় তা বাদ দেয়া হয়। পরিবর্তে প্রতিটি কলেজ থেকে ৫ জন করে শিক্ষককে অন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠানো হয়।

গোপন বহিষ্কার

একই চিঠিতে প্রচলিত বহিষ্কার পদ্ধতির পরিবর্তে 'গোপন বহিষ্কার' পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্য বলা হয়েছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীকে সহ সকল পরীক্ষার্থীকে নোটিশের মাধ্যমে বহিষ্কারের কথা জানিয়ে দেয়া হত। 'গোপন বহিষ্কার' পদ্ধতিতে পরিদর্শকদের নিরাপত্তার স্বার্থে অসৎ উপায় অবলম্বনকারী পরীক্ষার্থীকে প্রকাশ্যভাবে বহিষ্কার কিংবা তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে প্রাপ্ত নকল সংগ্রহ করে নকলের ওপর রোল নাম্বার লিখে রেখে অথবা অসৎ উপায় সম্পর্কে নোট লিখে পরীক্ষা শেষ হবার পর সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রে তা এঁটে দিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বোর্ডে পাঠাতে হবে। এই নতুন বহিষ্কার পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের আগে পরীক্ষার্থী জানতে পারবে না বহিষ্কারের সংবাদ।

নতুন এই বহিষ্কার পদ্ধতি সম্পর্কেও শিক্ষকরা দ্বিমত পোষণ করেছেন। শিক্ষকদের মতে, বহিষ্কার সম্পর্কে বোর্ডের যে নীতিমালা রয়েছে তার সাথে মন্ত্রণালয়ের এই আদেশের কোন মিল নেই। ও এম আর (যাতে পরীক্ষার্থীর নাম ও রোল নাম্বার থাকে) ছিঁড়ে ফেরার পর খাতা সনাক্ত করা সম্ভব নয়। ওএমআর পরীক্ষা হলে ছিঁড়ে আলাদা প্যাকেটবন্দি করা হয়। এছাড়া নোটিশের মাধ্যমে বহিষ্কারের খবর পরীক্ষার্থীদের জানানোর ফলে নকল সম্পর্কে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যে মানসিক ভীতি তৈরি হতো 'গোপন পদ্ধতিতে' তা হবে না। বহিষ্কার সংক্রান্ত বোর্ডের নীতিমালা যথাযথভাবে পূরণ না হওয়ায় আইনগত ভিত্তি নিয়েও প্রশ্ন দেখা দেবে। ফলে পরিদর্শকরা এই পদ্ধতি ব্যবহারে অস্বস্তিবোধ করবেন। কারণ প্রচলিত পদ্ধতিতে নকল করা অংশ উত্তরপত্রে লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করে নকলের কাগজ উত্তরপত্রের সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়। পরীক্ষা কেন্দ্রের সচিব বহিষ্কারের নোটিশ জারি করার পর সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ ছিল, যা 'গোপন বহিষ্কার' পদ্ধতিতে থাকবে না।